বিবর্তবাদ

কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে কোনরূপে বিদ্যমান থাকে কিনা - এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যদার্শনিকদের বক্তব্য সৎকার্যবাদ নামে খ্যাত। তাঁদের মতে কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অব্যক্ত বা অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে। কার্যে তাই ব্যক্ত বা স্পষ্ট হয়। কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে সৎ বা বিদ্যমান থাকে, তাই সৎকার্যবাদ। এই সৎকার্যবাদের দুটি রূপ - ১) পরিণামবাদ, ২) বিবর্তবাদ।

পরিণামবাদ অনুসারে কার্য হল কারণের যথার্থ পরিণাম - অর্থাৎ দুগ্ধ যখন দধিতে পরিণত হয়, তখন দধি দুগ্ধেরই যথার্থ পরিণাম। তন্তু থেকে যখন বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তখন তন্তু প্রকৃতই বস্ত্রে পরিণত হয়।

কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টভঙ্গী দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সাংখ্যকারগণ কার্যকে কারণের যথার্থ পরিণাম বললেও তাঁরা কারণ ও কার্যের মধ্যে আকারগত পার্থক্য স্বীকার করছেন। যদি কারণ ও কার্যের মধ্যে আকারগত পার্থক্য থাকে, তাহলে স্বীকার করতেই হয়, কার্যের আকারটি নতুন কিছু, যা কারণের মধ্যে ছিল না। তাহলে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে সৎ অর্থাৎ সৎকার্যবাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বরং অসৎকার্যবাদের বক্তব্য পরিস্ফুটিত হল। তাই অদ্বৈতবেদান্তীগণ সৎ কার্যবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকে কারণের যথার্থ পরিণাম না বলে, তাঁরা বলেন, কার্য হল কারণের বিবর্ত বা প্রতিভাতরূপ মাত্র। তাই তাঁদের সৎকার্যবাদ সম্পর্কিত মতবাদ বিবর্তবাদ নামে খ্যাত।

তবে বিবর্তবাদের সমর্থক কেবল অদ্বৈতবেদান্তীরা নন, বৌদ্ধ শূন্যবাদী এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধরাও এই মতবাদের সমর্থক। মাধ্যমিক শূন্যবাদীদের বিবর্তবাদ 'শূন্যতা বিবর্তবাদ' নামে এবং বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের বিবর্তবাদ 'বিজ্ঞান বিবর্তবাদ' নামে খ্যাত। তবে অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্যের বিবর্তবাদ 'ব্রহ্ম বিবর্তবাদ' নামে পরিচিত এবং বিবর্তবাদ বলতে প্রধানতঃ ব্রহ্ম বিবর্তবাদকে বোঝায়। এই বিবর্তবাদের ওপর দাঁড়িয়া আছে শংকরাচার্যের জগতের সৃষ্টি ও তার জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদ।

আচার্য শংকরের মতে, কার্য কারণের প্রকৃত পরিণাম নয়, কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র; অর্থাৎ কার্য কারণের প্রতিভাত রূপ মাত্র, পরিণাম নয়। অজ্ঞান বশতঃ যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, শুক্তিতে মিথ্যা রজতের ভ্রম হয়, সেরূপ অবিদ্যা বশতঃ পরব্রহ্মে মিথ্যা জগতের ভ্রম হয়ে থাকে। রজ্জু ও শুক্তি যেমন তাতে আরোপিত মিথ্যা সর্প এবং মিথ্যা রজতের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে উপাদান কারণ, পরব্রহ্মও সেইরূপ পরব্রহ্মে আরোপিত মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বা আধাররূপেই উপাদান কারণ। রজ্জুতে সর্পভ্রম হলে, রজ্জু প্রকৃতই সর্পে পরিণত হয় না বা সর্পে রূপান্তরিতও হয় না - দৃষ্টি বিভ্রমের জন্য রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। রজ্জুর বিবর্ত হচ্ছে সর্প। ঝিণুকের বিবর্ত হচ্ছে রজত খণ্ড। ব্রহ্ম জগতের কারণ। অপরিণামী ব্রহ্মের কোন পরিণাম হতে পারে না; ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন মাত্র। অবিদ্যার ফলে জীব ব্রহ্মস্থলে জগৎ প্রত্যক্ষ করে।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগতে পরিণত হন না। জগতের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও কোন পারমার্থিক সত্যতা নেই। ব্রহ্মই কেবলমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ সৎও নয়, আবার অসৎও নয়, তা সৎ-অসৎ বিলক্ষণ অনিবর্চনীয়। জগৎকে সৎ বলা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ বাধিত হয়। আবার জগৎ আকাশ কুসুমের মত অসৎ বা অলীকও নয়, কারণ জগত আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় অর্থাৎ তার একটি প্রাতিভাসিক রূপ আছে। তাই জগৎ সৎ-অসৎ বিলক্ষণ অনিবর্চনীয়। এই অর্থে জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা জগৎ পরমসৎ ব্রহ্মের পরিণাম হতে পারে না। আসলে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। - ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন। শংকরাচার্যের মতে, কারণই সৎ; কার্য অসৎ। জগৎ কারণরূপে পরব্রহ্মই একমাত্র সৎ। ব্রহ্ম অতিরিক্ত জগতের কোন সত্যতা নেই।

কিন্তু আচার্য শংকর প্রবর্তিত ব্রহ্ম বিবর্তবাদও প্রকৃত সৎকার্যবাদের রূপ বলা যায় না। যেহেতু শংকরের মতে, কারণ স্বরূপ ব্রহ্মই কেবল সত্তাবান, ব্রহ্ম অতিরিক্ত কার্য (জগৎ) এর কোন সত্যতা নেই। এই মতবাদে প্রধানতঃ কার্যের সত্যতা স্বীকার না করে পরন্তু করণের সত্যতাই স্বীকার করা হয়েছে। তাই এই মতবাদকে 'সৎ কারণবাদ' বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ